

المختصر المفيد للمسلم الجديد  
- بنفالي -



# মুসলিম মরউপকারীসং লিপ্তুলিমদে লিকা



Islamhouse.com



المحتوى الإسلامي

# মুসলিমের উপ কারী সংক্ষিপ্ত দেঁশিকা

সংকলন:

মুহাম্মাদ আশ-শাহরী

১৪৪৩হি. - ২০২১ইং

## شركاء التنفيذ:



المحتوى الإسلامي



رواد الترجمة



جمعية الربوة



دار الإسلام

يتاح طباعة هذا الإصدار ونشره بأي وسيلة مع  
الالتزام بالإشارة إلى المصدر وعدم التغيير في النص.



Telephone: +966114454900



ceo@rabwah.sa



P.O.BOX: 29465



RIYADH: 11557



www.islamhouse.com



পরম করুণাময় অতিদয়ালু আল্লাহর নামে

## ভূমিকা:

সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী ও রাসূলদের মধ্যে সর্বোত্তম রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাহাবীর উপর।

প্রশংসা ও দরুদ সালাম পরঃ

মানুষের উপরে আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় নি'আমত হচ্ছে, তাকে তিনি ইসলামের নিয়ামাত দান করেন, তার উপরেটিকে থাকার সুযোগ দেন, আর এর লুকুম-আহকাম ও শরী'আতের উপরে আমল করার তাওফীক দেন। এ কিতাবে একজন মুসলিম জানতে পারবে এমন কিছু মূলনীতি, যার দ্বারা তার দীন সঠিক-সুদৃঢ় হবে, আর তা এমন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে, যাতার কাছে এমন হান্দীনের মৌলিক শিক্ষাগুলো সম্পষ্ট করবে; যাতে তার রব আল্লাহ তা'আলা, তাঁর দীন ইসলাম ও তাঁর নবী মুহাম্মাদ সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি হবে। ফলে সে উক্ত পূর্ণ বিচক্ষণতা ও জ্ঞানের সাথে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতে পারবে।



বান্দাদেরকে সৃষ্টিকরার হিকমাত

আমার রব আল্লাহ

আল্লাহ,

তিনিই হচ্ছেন আমার রব ও সকল কিছুর রব। তিনিই মালিক, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা এবং সকল কিছুর পরিচালনাকারী।

আর তিনিই ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত। তিনি ছাড়া কোন প্রকৃত রব নেই, আর কোন প্রকৃত মাবুদ (উপাস্য) নেই।

তাঁর অসংখ্য সুন্দর নাম ও সুউচ্চ সিফাত (গুণাবলী) রয়েছে, যা তিনি তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন অথবা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় তাঁর নিজের জন্য বর্ণনা করেছেন, যা সৌন্দর্য ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাঁর মতো কিছুর নেই, আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

তাঁর সুন্দর নাম সমূহের মধ্যে রয়েছে:

الرزاق বামহারিযিকদাতা, الرحمن বা পরমদয়ালু,  
القيوم বা সর্বময়ক্ষমতাধর, الملك বা মহামালিক,  
السميع বা সর্বশ্রোতা, السلام বা নিরাপত্তাদানকারী,  
الصبير বা সর্বদ্রষ্টা, الوكيل বা পরমনির্ভরযোগ্য কর্ম-  
সম্পাদনকারী, الخالق বা মহাসৃষ্টিকর্তা, اللطيف বা সূক্ষ্মদর্শী,  
الكافي বা অমুখাপেক্ষি, الغفور বা মহাক্ষমাশীল।



আর-রাযযাক (মহারিষিকদাতা):  
বান্দাদের রিষিকের জিম্মাগ্রহণকারী,  
যা দ্বারা তাদের দেহ ও মনের বেঁচে থাকা।

আর-রহমান (পরমদয়ালু):  
মহান ও সুবিশাল প্রশস্ত রহমাতের মালিক,  
যা সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আল-কাদীর (সর্বময়ক্ষমতাধর):  
যিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী,  
যার ক্ষমতায় কখনো অক্ষমতা ও কোন দুর্বলতা আসেনা।

আল-মালিক (মালিক বাবাদশাহ): যিনি মহত্ব,  
সর্বক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রকের গুণে গুণান্বিত। আর যিনি সবকিছুর মা-  
লিক, তাতে কোন প্রকার বাঁধা-  
বিঘ্ন ও প্রতিরোধ ছাড়া পরিচালনাকারী।

আস-সামী' (সর্বশ্রোতা):  
প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় সব শ্রবণ উপযোগী বস্তু যিনি শুনে  
থাকেন। তিনি বান্দাদের দু'আ (আহবান) ও তাদের কাকুতি-  
মিনতি শুনে থাকেন।

আস-সালাম (নিরাপত্তা-দানকারী): যিনি সর্বপ্রকার দুর্বলতা,  
দোষ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র।



আল-বাসীর (সর্ববিষয়-দর্শনকারী):

যিনি তার দৃষ্টি দিয়ে সবকিছুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন;  
যদিও সুক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র হোক। সবকিছুর প্রতিদ্রষ্টা,  
অবগত ও তার বাতেনী বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।

আল-ওয়াকীল (পরমনির্ভরযোগ্য কর্ম-সম্পাদনকারী):

স্বীয় মাথলুকের রিযিক সম্পাদনের দায়িত্বশীল। তাদের যাবতীয়  
কল্যাণের তত্ত্ববধায়ক। আর যিনি তার ওলীদের অভিভাবক। ফ  
লে সকল কর্মকে তাদের জন্য সহজ করে দেন এবং কঠিন থেকে  
তাদের দূরে সরান। আর তাদের যাবতীয় বিষয়ের জন্য তিনি ইয  
থেষ্ট।

আল-খালিক (সৃষ্টিকর্তা):

পূর্বে কোন দৃষ্টান্ত ছাড়া সবকিছুর আবিষ্কারক ও অস্তিত্ব দানকা  
রী। আল-লাত্বীফ (অনুগ্রহকারী):  
যিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্মানিত করেন,  
তাদের উপরের হাত করেন এবং তাদের চাওয়া পূর্ণ করেন।

আল-কাফী (যথেষ্ট): তাঁর বান্দাগণ যেসবের প্রতি মুখাপেক্ষি,  
তার সবকিছুর জন্য তিনি ইযথেষ্ট। অন্যদের বাদ দিয়ে তার সাহা  
য্যকে যথেষ্ট বলে মানা যায় এবং তা দ্বারা ইতিনি ছাড়া অন্য কারো  
থেকে বিমুখ হওয়া যায়।



আল-গফুর (পরমক্ষমাশীল):

যিনি তাঁর বান্দাকে তাদের গুনাহের অনিষ্ট তা থেকে বাঁচান এবং  
তার কারণে তাদের শাস্তি দেন না।

আমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত রহমত:

তিনি হচ্ছেন: মুহাম্মাদ, তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ,

তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব,

তার পিতা হাশিম। হাশিম কুরাইশ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত আর কুরাইশ  
শআরবদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তাঁর মাতা: আমিনা বিনতু ওয়াহাব। তার দুধমাতা:

হালীমা হআস-

সা'দিয়াহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগারো জন  
নারীকে বিবাহ করেছিলেন,

তাদের মধ্যে নয় জন করে খেতি নিমারাযান।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাত জন সন্তান ছিল,

তাদের মধ্যে তিন জন ছেলে, আর চার জন মেয়ে:

ছেলেদের নাম: আল-কাসিম, আব্দুল্লাহ,

ইবরাহীম আর মেয়েদের নাম: যয়নাব, রুকাইয়াহ,

উম্মুকালছুম এবং ফাতিমা।





মানুষের জন্য ফরয হচ্ছে তিনি যার আদেশ করেছেন তার অনুসরণ করা,  
যার ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা,  
তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন অথবা সতর্ক করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং তিনি যা শরী'আত বন্ধ করেছেন তা ব্যতীত আল্লাহর ইবাদাত না করা।

তার রিসালাত ও তার আগের সকল নবীর রিসালাত ছিল,  
এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করা,  
যার কোন শরী'ক নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:  
“আর আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ  
ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই,  
সুতরাং তোমরা আমরাই ইবাদাত কর।”

প্রতিটি মুসলিমের উপরেই রয়েছে তাঁর অনেক অধিকার। তন্মধ্যে অন্যতম হলো:

১। তাঁর নবুওয়ত,  
ও তাঁর সত্যতা এবং তিনি কর্তৃক আনিত শরী'আতের নির্ভুলতার  
ব্যাপারে ঈমান আনা এবং এ ব্যাপারে তার অনুসরণ করা। আল্লাহ  
তা'আলা বলেছেন:  
“আর তিনি প্রবৃত্তি থেকে কোন কিছু বলেন না। তা তো কেবল ওহী,  
যা তার প্রতি ওহী রূপে প্রেরিত হয়।”



২। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালো বাসা আবশ্যিক এবং উক্ত ভালো বাসা কে নিজে রজান, সন্তান সহযাবতীয় সৃষ্টিকুল থেকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া। আর এ ভালো বাসার দাবী হচ্ছে-  
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহের (জীবনচরিতের) সাথে ঐক্যমত হওয়া, তিনি যা আদেশ করেছেন, তা পালন করা এবং তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন এবং সতর্ক করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা।

৩। তাঁকে শ্রদ্ধা করা, সাহায্য করা, সম্মান করা এবং মর্যাদা দেওয়া।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিফাত বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে:

সত্যবাদীতা, দয়া, সহনশীলতা, ধৈর্য, বীরত্ব, দানশীলতা, উত্তম আচরণ, ন্যায়বিচার, বিনয় এবং ক্ষমাশীলতা।

## আল- কুরআনুলকারীম আমার রবের কালাম (বানী)

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:



﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾

[النساء: 174] ﴿٧٤﴾

“হেলোকসকল!

তোমাদের রবের কাছে থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণ এসেছে,  
এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট নূর নাযিল করেছি।“ [সূরা আন-  
নিসা : ১৭৪]

পূর্ববর্তী কিতাব সমূহ যাকিছু ছিলো তা কুরআনুলকারী মেরম  
ধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাছাড়া আল্লাহর সকল উদ্দেশ্য ও মনস্তা  
ত্রিক চারিত্রিক বিষয়গুলোও এতে অতিরিক্ত রয়েছে। আগের গ্র  
ন্থগুলোতে হক যাকিছু ছিল,  
কুরআন সেগুলোর সত্যায়নকারী। বর্তমান জামানাতে কুরআ  
নুলকারী মছাড়া আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে আগত কোন আ  
সমানী কিতাব এমন নেই, যার অনুসরণ করা,  
তাকে পবিত্র মনে করা ফরয হবে,  
তা তিলাওয়াত করা ইবাদাত বলে গণ্য হবে,  
এবং তার উপরে আমল করা যাবে।

আমার দীন ইসলাম

দীনের স্তর তিনটি: ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান।



প্রথম স্তর: ইসলাম

ইসলাম হচ্ছে: তাওহীদের সাথে আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করা, অনুকরণ করার মাধ্যমে তার আনুগত্য স্বীকার করা এবং শিরক ও মুশরিক থেকে পবিত্র থাকা।

ইসলামের রুকন সমূহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। সালাত কয়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমাদানের সওম পালন করা এবং বাইতুল্লাহ রহজ্জ পালন করা।” মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি।

ইসলামের রুকন সমূহ হচ্ছে এমন সকল ইবাদত যা পালন করা প্রতিটি মুসলিমের উপরে ফরয। এগুলোর আবশ্যিকতার বিশ্বাস এবং মেনে চলা ছাড়া কোন মানুষের ইসলাম গ্রহণ বিশুদ্ধ হবেনা। কেননা ইসলাম এগুলোর উপরেই নির্ভরশীল। আর একারণেই এগুলোকে “আরকানুল ইসলাম (ইসলামের রুকন সমূহ)” হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

এর রুকন সমূহ হচ্ছে:



প্রথম রুকন:

আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল - একথার সাক্ষ্য দেওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...﴾ [محمد: 19]

“জেনে রেখ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই।”

[সূরা মুহাম্মাদ: ১৯]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

“অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যে দুঃখ-

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]

কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনা দায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি করুণাশীল ও অতিদয়ালু।”

[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৮]

لا اله الا الله বা আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রকৃত মাবুদ নেই, একথার অর্থ: আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই।



‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল’  
একথার সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হচ্ছে:

তিনি যা আদেশ করেছেন তার আনুগত্য করা,  
তিনি যা কিছু রব্বাপারেসংবাদ দিয়েছেন, তা অন্তরে বিশ্বাস করা,  
তিনি যা হতে নিষেধ করেছেন ও সতর্ক করেছেন তা হতে দূরে থাকা  
এবং তিনি যে ভাবে শরী‘আত প্রণয়ন করেছেন সে ভাবেই আল্লাহর ইবাদত করা।  
দ্বিতীয় রুকন: সালাত কয়েম করা

সালাত কয়েম করতে হবে তা আদায়ের মাধ্যমে,  
যে ভাবে আল্লাহ তা‘আলা এটিকে শরী‘আত ভুক্ত করেছেন এবং  
তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের  
কেশিক্ষা দিয়েছেন।

## তৃতীয় রুকন: যাকাত আদায় করা

আল্লাহ তা‘আলা যাকাত কেফর যকরেন মুসলিমের ঈমানে  
রসত্যতা পরীক্ষার জন্যে,  
তাকে প্রদত্ত সম্পদের বিপরীতে তার রব্বের শুকরিয়া জ্ঞাপন ও  
রিদ্দ-মুখাপেক্ষিদের সহযোগিতা স্বরূপ।

যাকাত আদায় হবে যাকাতের হকদার ব্যক্তিদের কে তা প্রদানে  
রমাধ্যমে।



যাকাত হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকলে উক্ত সম্পদ হতে ফরয একটি পরিমাণ হক, যা এমন আটটি শ্রেণিকে প্রদান করতে হয়, যাদের কথাতা আল্লাহ তা'আলা কুরআনুলকারীমে উল্লেখ করেছে। এদের মধ্যে রয়েছে: দরিদ্র ও মিসকীন।

যাকাত আদায় করার মাধ্যমে দয়া ও অনুগ্রহের গুণে গুণান্বিত হওয়া যায়, মুসলিমদের চরিত্র ও সম্পদকে পবিত্র করা যায়, দরিদ্র ও মিসকীনদের মন সন্তুষ্ট করা যায়, পারস্পারিক ভালোবাসার উপকরণ সমূহ এবং মুসলিম সমাজে রসদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ শক্তিশালী করা যায়। একারণে নেককার মুসলিম ব্যক্তি যাকাত তার অন্তরের সদিচ্ছার সাথে খুশীমনেই আদায় করে। যেহেতু এর দ্বারা অন্যান্য মানুষদেরকেও সুখী করা যায়।

সম্পদের যাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ হচ্ছে:  
জমাকরের রাখায় এমন সোনা, রোপা,  
কাগজের মুদ্রা এবং লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসার জন্য প্রস্তুতকৃত ব্যবসায়ীপণ্য হতে ২.৫%,  
যখন সেগুলো বাতার মূল্য নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছে এবং তা পুরো এক বছর অতিক্রম করে।



অনুরূপভাবে কারো কাছের নির্দিষ্ট সংখ্যক চতুষ্পদ জন্তু (উট, গরু ও ছাগল) থাকলে ও সেক্ষেত্রে যাকাত ফরয হবে; যদি পশুর মালিক কর্তৃক খাদ্য প্রদান করানাহয়ে থাকে আর সে গুলো বছরের অধিকাংশ সময়ে জমিন থেকে ঘাস খেয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে মাটির ভিতর থেকে বের হওয়া বস্তু যেমন: রিকাষ – তাহছে:

যাজাহিলী যুগে মাটিতে দাফন করা হয়েছিল এমন সম্পদ -, অনুরূপভাবে বীজ, ফল ফলাদি ও খনিজ সম্পদ যখন নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছে, তখন সে গুলোতে ও যাকাত ফরয হয়।

## চতুর্থ রুকন:

### রমাদান মাসে সাওম পালন করা

রমাদান হছে:

হিজরী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বছরের নবম মাস। মুসলিমদের কাছের এটি একটি সম্মানিত মাস। বছরের অন্যন্য মাসের উপরে এর বিশেষ অবস্থান রয়েছে। এমাসে পূর্ণ এক মাস সিয়াম পালন করা ইসলামের একটি রুকন।

রমাদানের সাওম হছে:

পানাহার ও স্ত্রী সন্তোগ পরিত্যাগ করা সহ সকল ধরণের সিয়াম ভ





ঈকারী কারণ হতে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা। যামহিমা স্মিতর মাদান মাসের দিনগুলোতে ফজর উদি তহওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পালন করতে হয়।

পঞ্চম রুকন: পবিত্র বাইতুল্লাহ রহজ্জ আদায় করা।

দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে: ঈমান

ঈমান হচ্ছে:

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যা আদেশ করেছেন সেগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা, পরিপূর্ণভাবে মেনে নেওয়া এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে সেগুলোর অনুগত হওয়া। এটা হচ্ছে অন্তরের সত্যায়ন, অন্তরের আমল ও শারীরিক আমল সমূহকে অন্তর্ভুক্তকারী দৃঢ় বিশ্বাস। দীনের সকল বিষয়কে বাস্তবায়ন করা এর অন্তর্ভুক্ত। ঈমান অনুগত্যের কারণে বৃদ্ধি পায় আর পাপের কারণে হ্রাস হয়।

ঈমানের রুকন সমূহ

প্রথম রুকন: আল্লাহর প্রতি ঈমান

আমরা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের উপরে ঈমান আনি, আমরা একত্ব বিশ্বাস করি তাঁর রবুবিয়্যাতে, তাঁর উলূহিয়াতে এবং তাঁর নাম সমূহ ও গুণাবলীতে। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনানি ম্নোক্ত বিষয় সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে:



- আল্লাহ সুবহানা হুওয়াতা 'আলার অস্তিত্বের উপরে ঈমান।

আল্লাহ সুবহানা হুওয়াতা 'আলার রুবুবিয়্যাতে উপরে ঈমান।  
তিনিই প্রতিটি বস্তু রমহামালিক, মহাসৃষ্টিকর্তা,  
মহারিষিকদাতা ও তাদের কাজের মহাপরিচালক।

আল্লাহ সুবহানা হুওয়াতা 'আলার উলূহিয়াতে (একমাত্র তাঁরই  
ইবাদতে) ঈমান আনা। তিনিই একমাত্র ইবাদতের হকদার,  
কোন ইবাদতে তাঁর কোন অংশীদার নেই। যেমন:

সালাত আদায়, দু'আ, মানত করা, যবাই করা,  
সাহায্য প্রার্থনা করা, আশ্রয় চাওয়া সহ অন্যান্য সকল ইবাদাত।

আল্লাহ তা 'আলার সুন্দর নাম সমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলীর উপরে  
ঈমান আনা,

যেগুলো আল্লাহ তা 'আলার নিজের জন্য অথবা তাঁর নবী মুহা  
ম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন  
এবং ঐ গুণাবলী কেনা কচ করা,

যা তিনি অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেগুলোকে  
তাঁর জন্য কচ করেছেন। আর আল্লাহ তা 'আলার নাম সমূহ ও  
গুণাবলী পূর্ণতার ও সৌন্দর্যের সবচেয়ে উত্তম পর্যায়ে রয়েছে।

কোন বস্তু তাঁর মত নয় এবং তিনি সব কিছু শোনে এবং দেখেন  
।

দ্বিতীয় রুকন: ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান



আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ  
مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ﴾ [فاطر: 1]

“সকল প্রশংসা আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই,  
যিনি রাসূল করেন ফিরিশতাদের কে যারাদুই দুই,  
তিনতিন অথবা চারচার পাখা বিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যাই চ্ছে বৃদ্ধি  
করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।”

[সূরা ফাতির : ১]

তারাবিরাট এক সৃষ্টি, তাদের শক্তি-

সামর্থ ও সংখ্যা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানেন না। তাদের প্র-  
ত্যেকেরই বিশেষ নাম, গুণাবলী ও দায়িত্ব রয়েছে,  
যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিশেষায়িত করেছেন। এদে-  
র মধ্যে রয়েছেন জিবরীল আলাইহিস সালাম,  
যিনি ওহীর দায়িত্বে নিয়োজিত,  
আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলদের প্রতি তিনি ওহী নিয়ে অবতর-  
ণ করেন।

তৃতীয় রুকন: কিতাবসমূহের উপরে ঈমান



আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ الَّذِينَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 136]

“তোমরা বল,

‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের নিকট না  
যিল হয়েছে, এবং যাই বরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক,  
ইয়া'কুব ও তার বংশধরদের প্রতি না যিল হয়েছে, এবং যামূসা,  
ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তা দেওয়ার নিকট হতে দেওয়া হয়েছে।  
আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। আর আমরা তাঁর  
ইকাছে আত্মসমর্পণকারী।’ [সূরা আলবাকারাহ: ১৩৬]

আমরা ঈমান আনিযে,

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলদের উপরে কিতাব নাযিল করেছেন,  
সৃষ্টি জগত সমূহের (অথবাজ্ঞানীদের)  
উপরে প্রমাণ হিসেবে এবং আমলকারীদের জন্য পথ নির্দেশ  
সেবে।



তারাতাদেরকে এগুলো দ্বারা হিকমাত শিক্ষা দেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে যে সমস্ত আসমানী গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হচ্ছে:

আল-কুরআনুল কারীম:

এটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে নাযিল করেছেন।

তাওরাত:

এটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মূসা আলাইহিস সালামের উপরে নাযিল করেছেন।

ইনজিল:

এটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে নাযিল করেছেন।

যাবূর:

এটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী দাউদ আলাইহিস সালামের উপরে নাযিল করেছেন। ইবরাহীমের সহীফা হসমূহ:  
এটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপরে নাযিল করেছেন। চতুর্থ রুকন:  
রাসূলদের উপরে ঈমান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:



“আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে,  
তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে।”

আমরা বিশ্বাস করি যে,  
আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টি জগতের কাছে রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন,  
যারা তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি আহ্বান করেছেন,  
যার কোন শরীক নেই এবং আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয়, সেগুলোকে অস্বীকারের প্রতি আহ্বান করেছেন।

তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন পুরুষ ও আল্লাহর বান্দা। তারা ছিলেন সত্যবাদী, সত্যায়নকৃত, পরহেযগার, বিশ্বস্ত, সুপথপ্রাপ্ত, পথের দিশারী। আল্লাহ তাঁদেরকে তাদের সত্যতার প্রমাণকারী নিদর্শন সমূহ দিয়ে শক্তিশালী করেছিলেন। আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন, তারাতার সবটুকুই পৌঁছে দিয়েছিলেন। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সুস্পষ্ট সত্য ও প্রকাশিত হিদায়াতের পথে।

দীনের মৌলিক বিষয়ে তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবার দাওয়াত একই ছিল। তাহা হচ্ছে:  
ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলার তাওহীদ ঠিক করা এবং তাঁর সাথে শিরক না করা।





## পঞ্চম রুকন: আখিরাতের উপরে ঈমান

আমরা ঈমান আনি শেষ দিবসের উপরে। তাহা হচ্ছে কিয়ামাতের দিন,  
এর পরে আর কোন দিন নেই। আমরা আরো ঈমান আনি এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলোর উপরে,  
যে সম্পর্কে আমাদের প্রতাপশালী মহাসম্মানিত রব তাঁর কিতাবের মধ্যে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন অথবা যে সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, যেমন: মানুষের মৃত্যু, পুনরুত্থান, প্রত্যাবর্তন, শাফা'আত, মীযান, হিসাব, জান্নাত ও জাহান্নাম সহ আখিরাত দিবসের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো অন্যান্য বিষয়াবলী।

ষষ্ঠ রুকন: তাকদীরের ভালো-মন্দের উপরে ঈমান রাখা

আমরা তাকদীরের ভালো-মন্দের উপরে ঈমান রাখি। তাহা হচ্ছে: সৃষ্টি জগতের জন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীর, যা তিনি তাঁর কাছে থাকাইলম এবং হিকমাতের চাহিদা অনুযায়ী করেছেন। আর প্রতিটি বিষয় যামাখলূকাতের উপরে এদুনিয়াতে থাকাকালীন সময়ে আপতিত হয়,





তার সব কিছুই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইলম,  
তাঁর তাকদীর ও একক পরিচালনার মাধ্যমেই হয়েছে, এতে তাঁর কোন শরীক নেই। আর এসব তাকদীর মানুষকে সৃষ্টিকারার আগেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে মানুষ ইচ্ছা ও সংকল্প করতে পারে। সে তার কাজের প্রকৃত কর্তা; কিন্তু তাকখনো আল্লাহর ইলম, ইচ্ছা ও সংকল্পের বাইরে যেতে পারেনা।

সুতরাং তাকদীরের উপরে ঈমান চারটি স্তরে বিভক্ত:

প্রথমত:

আল্লাহর ব্যাপক ও পরিব্যপ্ত ইলম সম্পর্কে ঈমান আনা।

দ্বিতীয়ত: কিয়ামাত পর্যন্ত যাকিছু ঘটবে, তার সব কিছুই আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন, এবিষয়ে ঈমান আনা।

তৃতীয়ত:

আল্লাহর কর্যকরী ইচ্ছা ও পরিপূর্ণ ক্ষমতার উপরে ঈমান আনা। সুতরাং তিনি যা চেয়েছেন তাই হয়েছে এবং তিনি যা চাননি, তা হয়নি।

চতুর্থত: আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, আর সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর কোন শরীক নেই, এবিষয়ে ঈমান আনা।



তৃতীয় স্তর: ইহসান

পবিত্রতা

সুতরাং বান্দাতার বের প্রতি একদিকে উযূর মাধ্যমে বাহ্যিক পবিত্রতা আর অন্যদিকে এই বাদাত আদায়ের মাধ্যমে আত্মিক পবিত্রতা সহকারে পবিত্র অবস্থায় অগ্রসর হয়, আল্লাহ তা'আলার প্রতি একনিষ্ঠ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণকারী হিসেবে।

যেসব কাজের জন্যে অযু আবশ্যিক:

১. সকল প্রকার সালাত, হোক তা ফরয অথবা নফল।
২. কা' বাতে তাওয়াফ করা।
৩. মুসহাফ (কুরআন) স্পর্শ করা।

আমি পবিত্র পানি দ্বারা অযুও গোসল করব:

পবিত্র পানি হচ্ছে:

প্রতিটি এমন পানি যা আসমান থেকে পতিত হয়, অথবা জমিন ফুড়ে বের হয়, আর তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উপরে অবশিষ্ট থাকে, যার তিনটি বৈশিষ্ট্য: রঙ,



স্বাদ এবং গন্ধ। এগুলোর কোন একটিও পানির পবিত্রতাকে বিনষ্ট করেনা।

অথু

প্রথম ধাপ: নিয়ত করা। এটি অন্তরের বিষয়। নিয়তের অর্থ: আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদাত সম্পাদনের ব্যাপারে অন্তরের দৃঢ় সংকল্প।

দ্বিতীয় ধাপ: আমিবলব: 'বিসমিল্লাহ' [যার অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি]

তৃতীয় ধাপ: তিনবার কবজি পর্যন্ত হাত ধোয়া।

চতুর্থ ধাপ: তিনবার কুলি করা।

কুলি করা হচ্ছে:

মুখের অভ্যন্তরে পানি প্রবেশ করিয়ে তানাড়া চাড়া করে ফেলে দেওয়া।

পঞ্চম ধাপ: তিনবার নাকে পানি দেওয়া, তার পরে নাকে ঝেড়ে ফেলা। নাকে পানি দেওয়া: নিঃশ্বাসের সাথে পানি নাকের শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া।



নাকঝাড়া:

নাকের মধ্যে থাকানাকের ময়লা ও অন্যান্য বস্তু নিঃশ্বাসের দ্বারা বের করে ফেলা।

ষষ্ঠধাপ: তিনবার মুখমণ্ডল ধোয়া।

## মুখমণ্ডলের সীমা:

মুখমণ্ডল: যাদ্বারামুখো মুখিহতে হয়।

প্রস্থের দিক থেকে সীমা:

এক পাশের কান থেকে অন্য পাশের কান পর্যন্ত।

দৈর্ঘ্যের দিক থেকে সীমা:

মাথার চুল গজানোর সাধারণ স্থান থেকে চিবুকের শেষ পর্যন্ত যে অংশটুকুরেছে।

মুখধোয়া (উক্ত সীমার মধ্যে)

যাবতীয় সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করবে, যেমন: পাতলা চুল, এবং অনুরূপভাবে "আলবিয়াদ" এবং "আলআজার"।

বায়াদ্বহছে (البياض):

যাকানের লতি ও কানের বিপরীতে চোয়ালের হাড়ের উপরে থাকা কাঁড়ির মধ্যবর্তী খালি জায়গা।



"আলআজার:

হলো: কানের ছিদ্র বরাবর তার বিপরীতে অবস্থিত হাড়,  
যেটা মাথার ভেতরে চলে গেছে,  
সেটাতে গজানো চুল। আর যাকানের লতির সরাসরি উপরের  
অংশ (Antitragus) পর্যন্ত নেমে আসে।

অনুরূপ ভাবে মুখমণ্ডল ধোয়া অন্তর্ভুক্ত করবে দাঁড়ির ঘন চুলস  
হযাঝুলে থাকে প্রতিটি এমন বাহ্যিক স্থানকে।

সপ্তম ধাপ:

তিনবার আঙ্গুলের মাথার দিক থেকে শুরু করে দুই হাতকে কনুই  
পর্যন্ত ধোয়া।

দুই হাত ধোয়ার ফরযের মধ্যে দুই কনুই ও প্রবেশ করবে।

অষ্টম ধাপ:

একবার দুই হাত দিয়ে গোটা মাথা দুই কান সহ মাসেহ করা।

যা মাথার প্রথম থেকে শুরু করে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়,  
এর পরে আবার হাত দুটি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হয়।

অযুকாரী তার দুই কানে তার দুই শাহাদাত আঙ্গুল প্রবেশ করাবে  
এবং এর বিপরীতে কানের বাইরের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দুটি লাগাবে;  
এভাবে করে সেকানের বাইরে এবং ভিতরে মাসেহ করবে।



নবমধাপ:

দুইপায়ের আঙ্গুল থেকে শুরু করেটাখনু পর্যন্ত তিনবার ধোয়া। দুইপা ধোয়ার ফরযের মধ্যে দুইটাখনুও প্রবেশ করবে।

টাখনু দ্বয় হচ্ছে: পায়ের গোছা থেকে নিচে ফুলে থাকা দুটি হাড়।

দশমধাপ: মুসলিমের জন্য অযুর পরে এমন বলা সুন্নাত:

"أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين"

অর্থ: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ!

আমাকে তাওবকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যেও शामिल করুন।"

যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"যে ব্যক্তি সুন্দর করে অযুর করবে:

"أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين"

অর্থ: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ!



আমাকে তাও বাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যেও शामिल করুন।  
তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যেটি দ্বারাসে খুশি প্রবেশ করবে।”

নিম্নোক্ত কাজের কারণে অযুবাতি লহয়ে যায়:

১। প্রসাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া, যেমন: প্রসাব, পায়খানা, বায়ু, বীর্য ও তরল পদার্থ।

২। পাগল, মাতাল,

অচেতন হওয়া অথবা গভীর ঘুম জনিত কারণে জ্ঞান হারানো।

৩। যাগোসল ফরয করে এমন প্রতিটি কারণ, যেমন: শারীরিক অপবিত্রতার কারণ, হাযিয ও নিফাস।

মানুষ যখন তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ করবে, তখন তার উপরেনা পাকী দূর করা ওয়াজিব হবে। হয়তো পবিত্র পানির মাধ্যমে, এটি ইউত্তম, অথবা পবিত্র পানি ব্যতীত অন্য কিছু, যাদ্বারানাপাকী দূর করা যায়, এমন কিছু যেমন: পাথর, কাগজ ও কাপড় টুকরা ইত্যাদির মাধ্যমে, তাহতে হবে তিনবার পরিপূর্ণ মুছে ফেলার দ্বারা অথবা প্রয়োজ



নেতার থেকে অধিক বার। এবং পরিষ্কার বৈধ কোন বস্তু দিয়ে তা পরিষ্কার করা।

চামড়া ও কাপড়ের দুই মোজার উপরে মাসে সহ করা

কাপড় অথবা চামড়ার মোজা পরে থাকার অবস্থায় তার উপরে মাসে সহ করা যাবে,

দুই পাধোয়ার দরকার হবে না। তবে তানি মোক্তাশর্তে:

১। মোজা পরতে হবে ছোট অথবা বড় নাপাকী থেকে পরিপূর্ণ পবিত্র অবস্থায়।

২। মোজা দ্বয় পবিত্র হবে, অপবিত্র থাকবে না।

৩। মাসে শুধুমাত্র মাসে হের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হতে হবে।

৪। মোজা দ্বয় হালাল হতে হবে। সুতরাং সেগুলো -  
উদাহরণস্বরূপ - চুরিকৃত অথবা ছিনতাইকৃত হবে না।

খুফ (চামড়ার মোজা দ্বয়):

পাতলা চামড়া বা অনুরূপ কিছু থেকে তৈরী,

যা পায়ের পাহায়। অনুরূপ দুই পায়ের পাতা ঢেকে রাখা এমন জুতা।

তা। জাওরাব (কাপড়ের মোজা):

কাপড় বা অনুরূপ কিছু থেকে তৈরী এমন পরিধেয় বস্তু,





যামানুষপায়েপরেথাকে। অনুরূপএমনমোজাযাকেআরবীতে 'শাররাব' বলাহয়।

মোজার উপরেমাসেহবৈধহওয়ারহিকমাত:

মোজার উপরেমাসেহকরারহিকমাতহচ্ছে:

পরিহিতঅবস্থায়চামড়ারঅথবাকাপড়েরমোজাখোলাওপাধু  
য়েফেলা, মুসলিমদেরমধ্যহতেযাদেরউপরেকঠিনহয়েযায়,  
তাহালকাওসহজকরা, বিশেষভাবেসফর,  
প্রচল্ডঠান্ডাওশীতেরসময়ে।

মাসেহেরসময়কাল: মুফ্ফীম (নিজএলাকাতেঅবস্থানকারী):  
একদিনওএকরাত (২৪ঘন্টা)। মুসাফির: রাতসহতিনদিন  
(৭২ঘন্টা)।

অযুনষ্টহওয়ারপরেপ্রথমমাসেহেরসময়থেকেকাপড়েরঅথ  
বাচামড়ারমোজাদ্বয়েরউপরেমাসেহেরসময়শুরুহবে।

কাপড়েরঅথবাচামড়ারমোজাদ্বয়েরউপরেমাসেহেরপদ্ধ  
তি:

১। দুইহাতভিজাতেহবে।

২। পায়েরউপরিভাগেহাতবোলাতেহবে

(পায়েরআঙ্গুলেরমাথাথেকেপায়েরগোছাশুরুহওয়াপর্যন্ত)।



৩। ডান পামাসেহ করতে হবে ডান হাত দ্বারা এবং বাম পামাসেহ করতে হবে বাম হাত দ্বারা।

মাসেহ বা তিলকারী বিষয়সমূহ: ১. যাগোসল ও যাজিব করে ২. মাসেহের সময় কাল শেষ হয়ে যাওয়া।

গোসল

## গোসল করার পদ্ধতি:

মুসলিম তার পুরো শরীরে পানি ঢেলে ধুয়ে ফেলবে, তা যেভাবেই হোক না কেন। এর মধ্যে কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যখন তার শরীরে পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলবে, তখন তার থেকে বড় অপবিত্রতা দূর হয়ে তার পবিত্রতা অর্জিত হয়ে যাবে।

এর থেকে পরিপূর্ণ পদ্ধতির যেকোনো, তাহাচ্ছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে করতেন, তাহাচ্ছে:

১। অপবিত্রতা দূরীকরণের নিয়ত করা।

২। "বিসমিল্লাহ" বলা, তিনবার হাত ধোয়া, এর পরে যৌনাঙ্গ ধুয়ে ফেলা।



৩। পূর্ণভাবে উষু করা,  
যেভাবে সালাতের জন্য একজন মুসলিম অযুকরে।

৪। মাথার উপরে তিনবার পানি ঢালা,  
এর মাধ্যমে চুলের গোঁড়াতে পানি পৌঁছাবে।

৫। সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা। ডান পাশের দিক থেকে  
শুরু করবে, তার পরে বাম পাশ। এর সাথে দুই হাত দ্বারা কচলাবে,  
যাতে শরীরের সমস্ত স্থানে পানি পৌঁছে যায়।

গোসল না করা পর্যন্ত গোসল ফরয ব্যক্তির উপরে যানিষিদ্ধ:

১। সালাত আদায় করা।

২। কা'বাতে তাওয়াফ করা।

৩। মসজিদে অবস্থান করা;

তবে অবস্থান না করে মসজিদ অতিক্রম করা বৈধ।

৪। কুরআন স্পর্শ করা।

৫। কুরআন পাঠ করা। তায়াসুম মুসলিম ব্যক্তি যখন পবিত্র হও  
য়ার জন্য পানি পাবে না অথবা অসুস্থ বা অনুরূপ কারণে পানি ব্য  
বহার করতে অপারগ হবে এবং আশঙ্কা করবে যে সালাতের ওয়া  
ক্ত শেষ হয়ে যাবে, তখন সে মাটি দ্বারা তায়াসুম করবে।



তায়াম্মুমে পদ্ধতি হচ্ছে:

সেতার দুই হাত মাটিতে একবার মারবে,  
তার পরে তা দ্বারা তার মুখ এবং দুই হাত কজ্জি পর্যন্ত মাসে হকরে  
নেবে। তবে মাটি পবিত্র হওয়া শর্ত।

নিম্নোক্ত কাজ লো তায়াম্মুম বাতিল করে দেয়:

১। যে কারণে অযু বাতিল হয়, সে কারণে তায়াম্মুম ও বাতিল হয়।

২। যে ইবাদাতের জন্য তায়াম্মুম করা হয়েছে,  
সে ইবাদাত শুরু করার আগে ইযদি পানি পাওয়া যায়।

সালাত

প্রতিদিন রাতে ও দিনে মুসলিম ব্যক্তির উপরে আল্লাহ পাঁচ ওয়া  
ক্ত সালাত ফরয করেছেন। সেগুলো হচ্ছে: ফজর, যোহর,  
আসর, মাগরিব এবং ইশা।

সালাতের প্রস্তুতি

যখন সালাতের ওয়াক্ত হবে,  
তখন মুসলিম ছোট নাপাকী থেকে এবং যদি বড় নাপাকী থেকে  
থাকে,  
তাহলে বড় নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে। বড় অপবিত্র  
তাহলে: যামুসলিমের উপরে গোসল ফরয করে।



ছোট অপবিত্রতা হচ্ছে: যামুসলিমের উপরে অযুফর যকরে।

সতরতেকে, পবিত্রস্থানে, পবিত্রজামা-

কাপড় পরিধান করে মুসলিম ব্যক্তিসালাত আদায় করবে।

সেউপযুক্ত পোশাকে সালাতের ওয়াক্তে তার শরীর আবৃত করে সজ্জিত হবে। কোন পুরুষের জন্য নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানের কোন অংশ সালাতের মধ্যে প্রকাশ করা বৈধ হবে না। আরনারীর জন্য মুখমণ্ডল ও দুই হাতের তালু ছাড়া সালাতের মধ্যে সমস্ত শরীরতেকে রাখা ফরয।

সালাতরত অবস্থায় মুসলিম সালাতের জন্য নির্দিষ্ট কথা

(কিরাত ও দু'আ)

ছাড়া অন্য কিছু বলবে না। ইমামের প্রতি খেয়াল করে চুপ থাকবে, সালাতে এদিক ওদিক তাকাবে না। আর যদি সালাতের নির্ধারিত কথা (দু'আ ও যিকর) সেহিফজ করতে না পারে, তবে সে সালাত শেষ করা পর্যন্ত আল্লাহর যিকর করবে এবং তা সবীহ (সুবহানা ল্লাহ)

পড়বে। তবে তার উপরে আবশ্যিক হবে অতিদ্রুত সালাত ও তার নির্দিষ্ট কথা সমূহ (দু'আ ও যিকর) শিখেনেওয়া।

আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা যেন সহীহ ভাবে সালাত আদায় করতে পারি,



সেজন্য আমরা নিম্নোক্ত ধাপসমূহ অনুসরণ করব এবং এগুলো র প্রতিষত্ব বানাব:

প্রথম ধাপ: যে ফরয সালাত আমি আদায় করতে চাই, তার নিয়ত করা, এর স্থান হচ্ছে অন্তর।

অযু করার পরে আমি কি বলামুখী হব, এবং দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করব, যদি আমি সেক্ষেত্রে সক্ষম হয়ে থাকি।

দ্বিতীয় ধাপ:

সালাতে প্রবেশের নিয়ত করে দুই হাত কাঁধ বরাবর উত্তোলন করে আমি বলব: 'আল্লাহু আকবার'।

তার পরে আমি বলব:

آمين

"আমীন।" যার অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি কবুল করুন।

সূরা ফতিহা পাঠ করা শেষে কুরআন থেকে আমার জন্য যা সহজ তা শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে পড়ব। এটা ওয়াজিব নয়, তবে এটা পড়াতে অসংখ্য ছওয়াব রয়েছে।

ষষ্ঠ ধাপ: আমি বলব: اللهم أكبر "আল্লাহু আকবার", তার পরে আমি রুকু করব এমন ভাবে যাতে আমার পিঠ সোজা থা



কে,

আমার হাত দুটি আমার হাঁটুর উপরে আঙ্গুলগুলি আলাদাভাবে থাকবে। তার পরে আমি রুকুতে তিনবার বলব:

"سبحان ربي العظيم"

"সুবহানার বিয়াল 'আযীম"।

সপ্তম ধাপ: আমি আমার দুই হাত কাঁধ বরাবর উত্তোলন করে

"سمع الله لمن حمده"

"সামি 'আল্লাহু লিমান হামিদাহ"

বলে রুকু থেকে উঠব। যখন দাঁড়িয়ে আমার শরীর সোজা হয়ে যাবে, তখন আমি বলব:

"ربنا ولك الحمد"

"রব্বানা ওয়লাকাল হামদ"।

অষ্টম ধাপ: আমি "আল্লাহু আকবার" বলে আমার দুই হাত, দুই হাঁটু, পায়ের দুই পাতা, কপাল ও নাকের উপরে ভর দিয়ে সিজদা করব আর সিজদাতে তিনবার বলব:

"سبحان ربي الأعلى"



“সুবহানার ক্বিয়াল আ'লা”।

নবম ধাপ: আমি “আল্লাহু আকবার” বলে সিজদা থেকে উঠব, যাতে বাম পায়ে রপাতার উপরে বসে ডান পায়ে রপাতা উঁচু করে বসে। সাবস্থায় আমার পিঠ সোজা হয়। আর আমি তিনবার বলব:

” رَبَّنَا اغْفِرْ لِي ”

“রবিগফিরলী”।

দশম ধাপ: আমি “আল্লাহু আকবার” বলব, এবং পুনরায় প্রথম সিজদার মত আরেকটি সিজদা করব।

এগারোতম ধাপ: আমি “আল্লাহু আকবার” বলে সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াব। আর প্রথম রাকাত আমি যেমন করে আদায় করেছি, সেভাবে বাকী রাকাতগুলো আদায় করব।

বারোতম ধাপ:

তার পরে সালাত থেকে বের হওয়ার নিয়তে আমি ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে বলব:

السلام عليكم ورحمة الله

“আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারহামাতুল্লাহ”,  
আবার বাম দিকে সালাম ফিরিয়ে বলব: “আস-





সালামুআলাইকুমওয়ারহমাতুল্লাহ”। আর এর মাধ্যমেই আমি আমার সালাত আদায় সমাপ্ত করব।

### মুসলিম নারীর পর্দা

মুসলিম নারীর উপরে আল্লাহ তা‘আলা তার নিজস্ব দেশে প্রচলিত কাপড়ের মাধ্যমে হিজাব অবলম্বন করা, তার সতরও সমস্ত শরীর অপরিচিত পুরুষের কাছ থেকে ঢেকে রাখা আবশ্যিক করে দিয়েছেন। তার স্বামী ও মাহরাম গণ ছাড়া অন্য কারো সামনে তার হিজাব খোলা বৈধ হবেনা। মাহরাম হচ্ছে: কোন মুসলিম নারীর জন্য পুরুষদের মধ্য হতে যাদেরকে বিবাহ করা চিরস্থায়ী ভাবে অবৈধ। তারা হচ্ছে: পিতা -

যতই উর্ধ্বতন হোক না কেন-, পুত্র -

যতই অধঃস্তন হোক না কেন-, চাচাগণ, মামাগণ, ভাই, ভাইয়ের পুত্র, বোনের পুত্র, মায়ের স্বামী (সৎপিতা), স্বামীর পিতা - যতই উর্ধ্বতন হোক না কেন-, স্বামীর পুত্র (সৎছেলে) - যতই অধঃস্তন হোক না কেন-, দুধভাই, দুধমায়ের স্বামী। এবং বংশগত কারণে যারা হারাম হয়, দুধসম্পর্কের কারণে ও তারা হারাম হয়।

মুসলিম নারী তার পোষাকের ব্যাপারে কয়েকটি মূলনীতি খেয়াল রাখবে:

প্রথমত: সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা।



দ্বিতীয়ত:

যখন সে পরপুরুষের সামনে উপস্থিত হবে তখন মহিলা রা সাধারণত সাজগোজের জন্যে পোষাক পরিধান করে, এটি এমন পোষাক হবেনা।

তৃতীয়ত: এটি এমন স্বচ্ছ হবেনা, যাতার শরীরকে প্রকাশ করে দেয়।

চতুর্থত: পোষাকটি টিলেঢালা হবে। এমন আটো সাটো হবেনা, যাতার শরীরের কোন অঙ্গকে বুঝতে সাহায্য করবে।

পঞ্চমত: সেটি সুগন্ধি যুক্ত হবেনা, যখন সে কোন পরপুরুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, আর তারাতার থেকে উক্ত সুগন্ধ গ্রহণ করবে।

ষষ্ঠত: পুরুষের পোষাকের সাথে সাদৃশ্য রাখবেনা।

সপ্তমত:

অমুসলিম মহিলা রাতাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অথবা ইবাদাতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে, এমন পোষাকের সাথে সাদৃশ্য রাখবেনা।

অষ্টমত: পোষাকটি খ্যাতির পোষাক হবেনা।

মুমিন ব্যক্তির গুণাবলী:



- সেতারকথায় সত্যবাদী, সেমিথ্যাবলেনা। -  
ওয়াদাও চুক্তি পূর্ণ করে।
- বিবাদের সময়ে পাপাচার করেনা।
- আমানত আদায় করে।
- সেতার মুসলিম ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করে,  
যা সেতার নিজের জন্য পছন্দ করে।
- দয়ালু।
- মানুষের প্রতি উত্তম আচরণকারী।
- আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।
- আল্লাহর তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকে,  
আনন্দের সময়ে তাঁর শুকরিয়া আদায় করে আর বিপদের বরক  
রে। - লজ্জার গুণে ভূষিত।
- সৃষ্টির প্রতি দয়ালু।
- হিংসাত্মক অন্তর পবিত্র এবং তার অঙ্গ-  
প্রত্যঙ্গ অন্যের উপরে বাড়াবাড়ি করা থেকে পবিত্র।
- মানুষকে ক্ষমাকরে।
- সুদখায়না এবং এর কোন লেন দেনও করেনা।



- যিনাকরেনা।
- মদপানকরেনা।
- প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে।
- সেজলুম ও করেনা আবার ধোঁকা ও দেয়না।
- চুরিকরেনা আবার কুটকৌশল ও অবলম্বন করেনা।
- তার পিতামাতার সাথে সদাচরণকারী;  
যদি ও তারা অমুসলিম হোকনাকেন,  
ভালো কাজে তাদের অনুগত হয়।

- স্বীয় সন্তানদেরকে সম্মানের সাথে প্রতিপালন করে,  
তাদের কেশরী' আতের কর্তব্য সম্পর্কে আদেশ করে এবং হারাম  
ও মন্দ কাজ থেকে তাদেরকে নিষেধ করে।

- অমুসলিমদের সাথে সদৃশ্য গ্রহণ করেনা,  
তাদের ধর্মীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অথবা এমন অভ্যাসের  
মধ্যে, যা তাদের বৈশিষ্ট্য ও নির্দেশক হিসেবে গণ্য হয়েছে।

-

তার ইবাদতে কমতি ও পাপ থেকে আল্লাহর কাছে তাও বাকরে এ  
বং ক্ষমা চায়।

মুসলিমের আকীদার ক্ষেত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি:



১। আল্লাহ আমাদের রব,  
তিনি ছাড়া কোন প্রকৃত মাবুদ নেই। তিনি ছাড়া কোন প্রকৃত রব  
নেই, তিনি ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই,  
কোন বস্তু তাঁর মত নয়,  
কোন বস্তু তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। তিনিই সর্বশ্রোতা এবং সর্ব  
দ্রষ্টা।

২। আল্লাহ সুবহানাল্‌হুওয়তা'আলাআসমানের উপরে সকল মা  
খলুক থেকে উর্ধ্ব,  
তাদের থেকে পৃথক অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর উর্ধ্ব অবস্থান করা  
সবদিক থেকেই সার্বজনীন; সত্তাগতভাবে উর্ধ্ব থাকা,  
মর্যাদাগতভাবে উর্ধ্ব থাকা,  
শক্তির দিক থেকে উর্ধ্ব থাকা। আর আল্লাহ সুবহানাল্‌হুওয়তা'  
আলাসকল বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।

৩। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আমরা সেগুলো সাব্যস্ত  
করি,  
যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের জন্য অথবা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সা  
ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আর  
আমরা সেগুলো কেনা কচ করি,  
যা আল্লাহ তাঁর নিজের ক্ষেত্রে এবং তাঁর নবী সালাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম তাঁর ক্ষেত্রে কেনা কচ করেছেন।



৪। আল্লাহ তা'আলা বান্দার আত্মানে সাড়া দেন, তাদের প্রয়োজন সমূহ পূরণ করেন এবং তিনিই উপকার ও ক্ষতি করতে পারেন। চোখের একটি পলকও বান্দার তঁর থেকে অমুখা পে ক্ষী হতে পারেনা। কোন মুসলিমের জন্য বৈধ হবেনা যে, সে তার কোন প্রকারের ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে করবে, যেমন: দু'আ, সালাত, মানত, যবাই, ভয়, আশা, ভরসাইত্যাদি ইবাদাত সমূহ, এসব ইবাদত হোক তা প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য। আর যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য কোন ইবাদাত করে, সে আল্লাহর সাথে শিরককারী (মুশরিক)।

৫। সবচেয়ে ঘৃণিত ও সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শিরক করা। যে ব্যক্তি শিরকের উপরে মারা যাবে, তার উপরে আল্লাহ জান্নাতকে হারাম করে দিবেন এবং তার আবা সস্থল হবে জাহান্নাম। শিরক এমন পাপ, যদি বান্দা এর উপরে থেকে মারা যায় এবং তা ও বানাকরে, তাহলে আল্লাহ তা কে ক্ষমাকরবেনা।

৬। কোন বান্দা যে ভুল করেছে, তা সঠিক হওয়ার ছিলনা আবার যা সে সঠিক করেছে, তাও ভুল হওয়ার ছিলনা। মুসলিমের উপরে ওয়াজিব হচ্ছে, সে আল্লাহর তাকদীর ও ফয়সালার উপরে সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ



তা'আলার ফয়সালার উপরে সন্তুষ্ট থাকবে,  
স্বীয় রবের প্রশংসাকরবে এবং সকল অবস্থায় সে তাঁর শুকরিয়া  
জ্ঞাপন করবে।

৭। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নবী,  
সর্বশ্রেষ্ঠ মানব,  
সর্বশেষ রাসূল। তিনি কিয়ামাতের দিন শাফা'আতকারী এবং তা  
র শাফা'আত গ্রহণ করাহবে। আল্লাহ তাঁকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণক  
রেছিলেন,  
যেমন তিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণক  
রেছিলেন।



## সারসংক্ষেপ

মুসলিমের উপকারী সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা .....	1
ভূমিকা:.....	3
আল-কুরআনুলকারীম আমার রবের কলাম (বানী) .....	9
তৃতীয় রুকন: যাকাত আদায় করা .....	13
চতুর্থ রুকন: রমাদান মাসে সাওম পালন করা.....	15
পঞ্চম রুকন: আখিরাতে উপরে ঈমান .....	23
মুখমণ্ডলের সীমা:.....	27
গোসল করার পদ্ধতি: .....	33
সারসংক্ষেপ .....	47





موسوعة المصطلحات الإسلامية  
TerminologyEnc.com



موسوعة تضم لرمجات المصطلحات  
الإسلامية وشروحها بعدة لغات



موسوعة الأحاديث النبوية  
HadeethEnc.com



موسوعة تضم لرمجات للأحاديث  
النبوية وشروحها بعدة لغات



موسوعة القرآن الكريم  
QuranEnc.com



موسوعة تضم تفاسير وتراجم  
مؤهقة لمعاني القرآن الكريم

IslamHouse.com



مراجعة مجانية الإلكترونية  
مؤهقة للتعريف بالإسلام



موسوعة تضم المنتمى من  
المحتوى الإسلامي باللغات

# نشر 100 الإسلام بأكثر من لغة

جمعية خدمة المحتوى  
الإسلامي باللغات



جمعية الدعوة  
وتوعية الجاليات بالربوة

